

Form 27 for the compliance with section 154 of CrPC, 1898. But in this case the same has not been done and without distinct charges, only “Md. Morshed” has been mentioned in column No. 2 of BP Form No. 27 by PW-3 and consequently **without any proof of documents** “Md. Morshed” has been equalized with “Morshed Amartya Islam” and as such the conviction and sentence passed against the convict appellant is liable to be set aside.

- II. For that the trial tribunal has **manufactured and used non-existent depositions** of four witnesses (PW-22, PW-23, PW-27 and PW-28) **as incriminating evidences** in the impugned judgment which are not told or stated at all by the said three witnesses and the said **non-existent depositions** i.e. false and fabricated evidences are mentioned below:

(a) **Md. Galib PW-22**

Actual testimony	Forged testimony
<p>“ইফতি মোশাররফ সকাল আবরারকে উত্তপ্তভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, আর আবরার কিছু উত্তর দিতেছিল। এই সময় ইফতি মোশাররফ সকাল আবরার ফাহাদকে চড়-থাপ্পর দেয়। পরে আবারো তাকে বারবার আবরার ফাহাদকে প্রশ্ন করতে থাকে, আর কিছু নাম জানতে চায়। কিন্তু আবরার জানায় সে কারো নাম জানে না। ফলে সকাল আবরার ফাহাদকে আবারো থাপ্পর, ঘুষি দেয়। এ সময় মুজাহিদ স্কিপিং রোপ দিয়ে আবরারকে কয়েকটি আঘাত করে পিঠে ও কাঁধে। কিছুক্ষণ পর অনিক সরকার একটি ক্রিকেট স্ট্যাম্প হাতে নেয় এবং আবরারকে</p>	<p>...মোঃ গালিব পি-ডব্লিউ-২২ Testimony তে বলেন যে রাত ১০.৩০ ঘটিকার সময় ২০১১ নং কক্ষে গিয়ে দেখতে পান আবরার ফাহাদ ফ্লোরে বসে আছে ও আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা আবরারকে উত্তপ্তভাবে প্রশ্ন করে চড়, থাপ্পড় দেয় এবং আসামী অনিক সরকার ক্রিকেট স্ট্যাম্প নিয়ে বারবার মারতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সে মারা যায়।...” <u>(From top 6th-11th lines of page 9135 of Vol. X)</u></p>

<p>আবারো বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করে ও শিবির কারা করে তাদের নাম জানতে চায়। আবরার বার বার জানায়, সে কারো নাম জানে না এবং তাকে ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু অনিক বলে আবরার মিথ্যা বলছে তারপর আবরারকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে থাকে।” <u>(From top 2nd - 13th lines of page 580 of Vol. I)</u></p>	
--	--

(b) PW- 23 সাখাওয়াত ইকবাল অভি:

Actual testimony	Forged testimony
<p>এমতাবস্থায় রাত অনুমান ০৮:২০ ঘটিকায় আমি ও সাইফুল ইসলাম ২০১১নং রুমের দিকে যাই। গিয়ে সেখানে ১৬ ব্যাচের মনিরুজ্জামান</p>	<p>সাখাওয়াত ইকবাল অভি পি.ডব্লিউ-২৩ Testimony তে বলেন যে রাত অনুমান ৮.২০ মিনিটে ২০১১ নং রুমে যান</p>

<p>মনির, খন্দকার তাবাক্করুল ইসলাম। তানভির, ইফতি মোশাররফ সকাল এবং মুজতবা রাফিদ ও ১৭তম ব্যাচের এহতেশামুল হক তানিম এ এস.এম নাজমুস সাদাত এবং হোসাইন মোহাম্মদ তোহাকে খাটে বসে থাকতে দেখি। ঐ সময় আবরারকে ২০১১ নং রুমের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল দেখতে পাই। এরপর আমি ও সাইফুল ইসলাম ঐ রুমের খাটে বসি। (From top 11th to 18th line, Page-596 vol. I)</p>	<p>আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা ও আবরার ফাহাদকে দেখতে পান <u>(From top 11th - 16th lines of page 9135 of Vol. X)</u></p>
---	--

(c) PW-27 Wahidur Rahman Rafsan

Actual testimony	Forged testimony
<p>“মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলামকে বেশ বিমর্ষ ও বিধবস্ত লাগছিল। <u>(From bottom 1st - 2nd lines of page 663 of Vol. I)</u></p> <p>...পরে জানতে পারি শেরেবাংলা হলের ১০১১ নং রুম থেকে আবরার ফাহাদকে ২০১১ নং রুমে ০৬/১০/২০১৯ ইং তারিখে আনুমানিক রাত ০৮:০০ টার সময় রুম নং ২০১১ তে ডেকে নিয়ে আসামী অনিক সরকার, মেহেদী হাসান রবিন, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, ইফতি মোশাররফ</p>	<p>ওয়াহিদুর রহমান রাফসান পি-ডব্লিউ ২৭ Testimony তে বলেন যে তার কক্ষে আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম বলেন যে আবরার ফাহাদকে বিধবস্ত লাগছিল এবং বলেন যে , তোমরা বের হয়ো না, ঝামেলা হতে পারে। তিনি ১ম ও ২য় তলার সিড়ির ল্যান্ডিংএ দেখতে পান আবরার ফাহাদের নিখর দেহ সিড়ির ল্যান্ডিং স্থানে তোষকের উপর পড়ে আছে। তিনি ভিডিও ফুটেজে জানতে পারেন যে হলের ১০১১নং রুম থেকে আবরার</p>

<p>সকাল, মুজাহিদু রহমান, মুনতাসির আল জৌম, এহতেশামুল রাব্বি তানিম, শামীম বিল্লাহ, খন্দকার তাবাককারুল ইসলাম তানভীর সহ আরো বেশ কয়েকজন মিলে আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প এবং স্কিপিং রোপ দিয়ে পিটিয়ে, কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড় ও লাথি- গুতা মেরে আবরার ফাহাদকে মেরে ফেলেছে।" <u>(page 666 of Vol. I)</u></p>	<p>ফাহাদকে ২০১১ নং রুমে অনুমান রাত ৮ টায় আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা মিলে আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প ও স্কিপিং রোপ দিয়ে পিটিয়ে কিল ঘুষি, চড় থাপ্পড় ও লাঠি গুতা মেরে আবরার ফাহাদকে মেরে ফেলেছে।" <u>(From top 7th - 16th lines of page 9136 of Vol. X)</u></p>
---	---

(d) PW-28 Md. Saiful Islam

Actual testimony	Forged testimony
------------------	------------------

<p>তখন আমি ও অভি ২০১১ নং রুমে যাই। ২০১১ নং রুমে গিয়ে দেখি আবরার ফাহাদের রুমের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছে। আরো দেখি ফাহাদের দুইটি ফোনের মধ্যে একটি ফোন চেক করতেছে মুজতবা রাফিদ অন্য আরেকটি ফোন চেক করতেছে খন্দকার তাবাককারুল ইসলাম তানভীর ও মনিরুজ্জামান মনির। এর কিছুক্ষণ পরে মুনতাসির আল জেমি আবরার ফাহাদের একটি ল্যাপটপ নিয়ে ২০১১নং রুমে প্রবেশ করে এবং ল্যাপটপটি ইফতি মোশাররফ সকালকে দেয় চেক করার জন্য। এরপরে আসামী সকাল আবরার</p>	<p>মোঃ সাইফুল ইসলাম পি ডব্লিউ- ২৮ Testimony তে বলেন যে তিনি ২০১১নং কক্ষে দেখতে পান যে আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা ও আবরার ফাহাদকে দেখতে পান। আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ কয়েকজন ফোন ও ল্যাপটপ চেক করছিল। আসামীরা আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলে।..." <p><u>(page 9136 and 9137</u> <u>of Vol. X)</u></p> </p>
---	--

ফাহাদের ল্যাপটপটি চেক করতে
 শুরু করে।" (From top 6th -
13th lines of page 680
of Vol. I)

এরপর মেহেদী হাসান রবিন
 ফাহাদকে চশমা খুলতে বলে এবং
 রবিন প্রচন্ড জোরে ৩/৪টা থাপ্পর
 মারে। এরপর মেফতাহুল ইসলাম
 জিয়ন ফাহাদকে চড় মারতে শুরু
 করে। এরপর ১৫ ব্যাচের একজন
 ১৭ ব্যাচের একজনকে ২০০৫ নং
 রুম থেকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প আনতে
 বলে। এরপর ১৭ ব্যাচের একজন
 ২০০৫ নং রুম থেকে ক্রিকেট
 স্ট্যাম্প নিয়ে ২০১১ নং রুমে প্রবেশ
 করে। ক্রিকেট স্ট্যাম্প আনলে ইফতি

মোশাররফ সকাল ও অনিক সরকার আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে শুরু করে(<u>From</u> <u>bottom 1st - 7th lines of</u> <u>page 681 of Vol. I)</u>	
---	--

III. For that there is **no incriminating evidence**-in-question in the said examination completed under section 342 of CrPC, 1898 for this appellant and the relevant portion of the said examination is reproduced below-(**Page 3542 to 3544, Vol IV**)

“আসামী মো: মিজানুর রহমান @ মিজান ভিকটিম আবরার ফাহাদ রাব্বী হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ও সূচনাকারী ব্যক্তি। আসামী মো: মিজানুর রহমান @ মিজান ছিল আবরার ফাহাদ রাব্বীর রুম মেট। আসামী মো: মিজানুর রহমান @ মিজান বিগত ০২/১০/২০১৯ ইং তারিখ থেকে ০৪/১০/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে যে কোন সময় আসামী মেহেদী হাসান রবিনকে বলে আবরার ফাহাদ রাব্বী শিবির করে তার সন্দেহ হয়। সেই প্রেক্ষিতে আসামী মো: মিজানুর রহমানের দেওয়া তথ্যমতে আবরার